০৪-০২-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "অব্যক্ত-বাপদাদা" রিভাইসঃ ২৭-০৪ - ৮৩ মধুবন

দৃষ্টি -বৃত্তি পরিবর্তন করার যুক্তি

আজ বাপদাদা সকল পুরুষার্থীদের সংগঠনের দিকে দৃষ্টিপাত করছেন । 'পুরুষার্থী' এই শব্দেই সারা জ্ঞান অন্তর্লীন হয়ে আছে । পুরুষার্থী অর্থাৎ পুরুষ এবং রথী । কার রথী ? কার পুরুষ ? এই প্রকৃতির মালিক অর্থাৎ রথের রথী । এই একটা শব্দস্বরূপে স্থিত হলে কি হবে ? সমস্ত দুর্বলতা তুমি সহজেই জয় করতে পারবে । পুরুষ প্রকৃতির অধিকারী, অধীন নয় । রথী রথের সারথি অর্থাৎ রথ চালায়, রথের অধীন হয়ে রথ চালায় না । অধিকারী সদা সর্বশক্তিমান বাবার সর্বশক্তির অধিকারী অর্থাৎ উত্তরাধিকারের অধিকারী বা দাবীদার । সর্বশক্তি বাবার প্রপার্টি এবং সব বাচ্চাই প্রপার্টির অধিকারী । এই সর্বশক্তির রাজ্যভাগ্য বাপদাদা তোমরা সব বাচ্চাদের তোমাদের জন্মসিদ্ধ অধিকাররূপে দেন । জন্মানোর সাথে সাথে সকলকে সর্বশক্তির এই স্বরাজ্য, অধিকারী স্বরূপের স্মৃতির তিলক এবং বাবার স্নেহে মগ্ন হয়ে থাকা স্বরূপের হৃদয়-সিংহাসন দিয়েছেন । জন্ম হতেই বিশ্ব কল্যাণের সেবার মুকুট তোমাদের দেওয়া হয়েছিলো । সুতরাং সিংহাসনের জন্মসিদ্ধ অধিকার, তিলক, মুকুট এবং রাজ্য সবার প্রাপ্ত হয়েছে, তাই না ! এইরকম চার প্রাপ্তির প্রাপ্তিস্বরূপ আত্মারা দুর্বল কি হতে পারে ? এই চার প্রাপ্তি তোমরা কি সামলে রাখতে পারোনা ? কখনো তিলক মুছে যায়, কখনো সিংহাসন থেকে নেমে যাও, তো কখনো রাজমুকুট পড়ার বদলে বোঝা বয়ে বেড়াও । ব্যর্থ, অপ্রয়োজনীয় জিনিসের ঝুড়ি বহন করো । তোমরা বলো স্বরাজ্য কিন্তু স্বয়ংই রাজার বদলে অধীন রাজা হয়ে যাও । এমন খেলা কেন খেল ? যদি এমন খেলা ক্রমাগত খেলতে থাকো তো সদাকালের রাজ্যভাগ্যের অধিকারের আদি সংস্কার কবে অবিনাশী হবে ? এমন খেলা খেলতে থাকলে তোমাদের প্রাপ্তি কিরকম হবে ! যারা নিজের আদি সংস্কার অবিনাশী বানাতে অপারগ তারা আদিকালের রাজ্য অধিকারী কিভাবে হবে ! যদি তোমাদের অনেককালের যোদ্ধার সংস্কারই থাকে অর্থাৎ যদি তোমরা তোমাদের সময় প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করতে করতে অতিবাহিত করো, আজ জয়ী তো কাল পরাজিত, এক মুহূর্তের জয় তো পর মুহূর্তে হার এবং যদি সদা জয়ী হওয়ার সংস্কার তোমাদের না থাকে তো তখন তোমাদের কি বলা হবে, ক্ষত্রিয় নাকি ব্রাহ্মণ ? "ব্রাহ্মণ সো দেবতা" অর্থাৎ ব্রাহ্মণ যে সেই দেবতা হয় । ক্ষত্রিয়রা গিয়ে সেই ক্ষত্রিয়ই হবে । দেবতার লক্ষণ আর ক্ষত্রিয়ের লক্ষণে দেখ কত প্রভেদ ! স্মৃতিচিহ্নরূপ ছবিতে একজনের তীরধনুক এবং অন্যজনের বাঁশি (মুরলি) দেখিয়েছে । যার মুরলি, তিনি মাস্টার মুরলিধর হয়ে বিকাররূপী সর্পকে বিষধর হওয়ার বদলে তিনি সমস্ত বিষ বার করে সর্পকে শয্যায় পরিণত করেছিলেন । বিষধর সাপ আর সাপকে শয্যায় রূপান্তরিত করার মধ্যে বিস্তর ফারাক ! এমন পরিবর্তন কিভাবে করা হয়েছিলো ? মুরলি দ্বারা । এইরকম পরিবর্তনকারীকেই বিজয়ী ব্রাহ্মণ বলা হয়ে থাকে । সুতরাং নিজেকে জিজ্ঞাসা করো, আমি কে ?

তোমরা সবাই নিজের নিজের দুর্বলতা সততার সাথে প্রকাশ করেছ । তোমরা সেই সততার মার্কস পেয়েই যাবে কিন্তু বাপদাদা দেখছিলেন যে এখনো পর্যন্ত যখন তোমাদের নিজের সংস্কারের পরিবর্তন করার শক্তি আসেনি, তখন বিশ্ব পরিবর্তক কবে হবে ? এখন দৃষ্টি পরিবর্তন, বৃত্তি পরিবর্তন এইসব কবে নাগাদ অবিনাশী হবে ? তোমরা সবাই দ্রষ্টা, তোমাদের দৃষ্টি দ্বারা সবকিছু লক্ষ্য করো । তাহলে তোমাদের দৃষ্টিকে কেন বিচলিত করো ? তোমাদের দিব্য নেত্র দ্বারা সবকিছু দেখ নাকি চর্মচক্ষু দিয়ে দেখ ? যখন তোমরা তোমাদের দিব্য দৃষ্টি দ্বারা দেখ, তখন সদা স্বতঃই দিব্য স্বরূপই দেখতে পাবে ।

চর্মচক্ষু দিয়ে শুধুই চামড়া দেখতে পাবে । চামড়ার দিকে দেখা আর চামড়া সম্বন্ধে ভাবা, এটা কার কাজ ? এটা কি ফরিস্তার কাজ ! সর্বাধিকারী ব্রাহ্মণের ? তবে
কি তোমরা ব্রাহ্মণ ? কে তোমরা ? সেই নাম কি বাবাকে বলতে হবে ?
সদাসর্বদা প্রত্যেক নারী শরীরধারী আত্মাকে শক্তিরূপ, জগৎ মাতা বা দেবীর রূপে দেখতে হবে । এর অর্থই হলো দিব্য নেত্র দ্বারা দেখা । হতে পারে সে কুমারী, মাতা, বোন, সেবাধারী নিমিত্ত শিক্ষিকা, কিন্তু সে কে ? শক্তির রূপ । ভাই বোনের সম্বন্ধেও কখনো কখনো বৃত্তি এবং দৃষ্টি চঞ্চল হয়ে যায় এইজন্য সদা শক্তি রূপে শিবশক্তিকে দেখ । যদি কেউ আসুরিক বৃত্তির সাথে শক্তির সামনে আসে তো তার কি অবস্থা হয়, তা' তোমরা জানো, তাই না ! তিনি শুধু তোমাদের টিচার নন, শিবশক্তি । তোমাদের রুহানী ভগিনী । যেমনই হোক, এর থেকেও উপরে শিবশক্তিকে দেখ । তোমরা মা-বোনেরাও সদা নিজেদের শিবশক্তি স্বরূপে স্থিত থেকো । ভেবোনা, এই আমার বিশেষ ভাই বা আমার বিশেষ স্টুডেন্ট । বোনেরা শিবশক্তি আর তোমরা হলে মহাবীর । তোমরাই লঙ্কা দহন করবে, কিন্তু সর্বাগ্রে তোমাদের নিজেদের মধ্যের রাবণের বংশকে জ্বালাতে হবে । মহাবীরের কি বিশেষত্ব তারা দেখায় ? হৃদয়ে সদা কি দেখায় সে ? এক রাম, দ্বিতীয় কেউ নয় । এই ছবি তো তোমরা দেখেছ, তাই না ! সুতরাং সব ভাই মহাবীর আর সব বোনেরা শক্তি । মহাবীরও রামের, শক্তিও শিবের । যখনই কোনো দেহধারীকে দেখ তো সদা মস্তকে আত্মার দিকে দেখ । কার সাথে কথা বলতে যাচ্ছ, আত্মার সাথে নাকি শরীরের সাথে ? ব্যবহারিক কার্য আত্মা করে নাকি শরীর ? সদা প্রতি মুহূর্তে শরীরে আত্মাকে দেখ । দৃষ্টি সর্বদা মস্তকমণির দিকে যাওয়া উচিৎ । তখন তাহলে কি হবে ? যখন আত্মা আত্মাকে দেখে, স্বতঃই সে আত্ম-অভিমানী হয়ে যায় । এটাই তো প্রথম পাঠ, তাই না ! অল্ফের প্রথম পাঠই যদি পাকা না হয়, তবে 'বে কে বাদশাহী' অর্থাৎ বিশ্বের সাম্রাজ্য লাভ করবে কিভাবে ! শুধু একটা বিষয়ে সদা খেয়াল রাখো । তোমাদের যেটাই করতে হবে, শ্রেষ্ঠ করতে হবে এবং শ্রেষ্ঠ হতে হবে । সুতরাং সব বিষয়ে দৃঢ় সঙ্কল্পকারী হও । যা কিছু সহন করতে হোক-না কেন বা মোকাবিলা, শ্রেষ্ঠ কর্ম বা শ্রেষ্ঠ পরিবর্তন করতেই হবে । পুরুষার্থী শব্দকে অবহেলায় ইউজ কোরোনা । আমি পুরুষার্থী, এই অভিমুখেই আমি চলছি, আমি যা পারি করছি, এটা তো আমাকে করতে হবে - এইসব অমনোযোগী হওয়ার ভাষা । সেই মুহূর্তে পুরুষার্থী শব্দের অর্থস্বরূপে স্থিত হয়ে যাও । প্রকৃতি তার মালিককে ছলনা করতে পারেনা । সবরকমের এই দুর্বলতা অমনোযোগী হওয়ার লক্ষণ । মহাবীর পাহাড়কেও হাতে নিয়ে এক সেকেন্ডে উড়ে যায় অর্থাৎ সে পাহাড়কেও জলের সমান হালকা বানিয়ে নেয় । ছোট ছোট পরিস্থিতি তো তুচ্ছ ব্যাপার ! এমন মহাবীরদের বলা হবে পিঁপড়ে দেখেও ঘাবড়ে যায় ? "কি করবো? না চাইতেও হয়ে যায় ।" এইসব কি মহাবীরের বোল ? বোধবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি কখনো বলবে না, কি করবো চোর আসে ।" তারা বারবার ছলনার শিকার হবেনা । অমনোযোগী যারা, তারা বারবার প্রবঞ্চিত হয় । সেফটির সাধন থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ কার্যে প্রয়োগ না করে তবে তাকে কি বলবে ? "আমি জানি এইরকম হওয়া উচিৎ নয়, তবুও এটা হয়ে যায়," এটা কি ধরণের সাবধানতা বলবে !

দৃঢ় সঙ্কল্পের রচনা করো । পরিবর্তন আমাকে করতেই হবে, কাল নয় আজই, আজ নয় এখনই । একেই বলা হয় মহাবীর হওয়া, রামের আজ্ঞাকারী । আজ মিলনের দিন ছিল, কিন্তু তোমরা বাচ্চারা মেহনত করেছ, তোমাদের সেই মেহনতের ফলস্বরূপ বাবাকে রেসপন্স দিতেই হয় । কিন্তু তোমরা কি তোমাদের সমস্ত কমজোরি সাথে নিয়ে যাবে ? দিয়ে দেওয়া জিনিস আবার ফিরিয়ে তো নিতে পারবে না, তাই না ! জবরদস্তি এসে গেলে, তবুও আসতে দিওনা । শত্রুকে কি আসতে দেওয়া যায় ? অ্যাটেনশন,

চেকিংএইগুলো ডবল লক, স্মরণ আর সেবা হলো দ্বিতীয় ডবল লক । এই সব লক তোমাদের সকলেরই আছে, তাই না ! অতএব, সর্বদা এই ডবল লকগুলো প্রয়োগ করো । বুঝেছ তোমরা ? এটা একদিকে লাগিওনা । অনেক আতিথেয়তা করা হয়েছে, কি স্থূলভাবে কি সূক্ষ্মভাবে ! তোমরা ডবল অতিথিসেবা লাভ করেছ । দিদি, দাদী এবং নিমিত্ত আত্মারা যেভাবে হৃদয় দিয়ে তোমাদের আতিথেয়তা করেছেন, সেইসবের রিটার্নে দিদি দাদিকে গ্যারান্টি দিতে হবে যে এখন থেকে আমরা সদা বিজয়ী থাকবো । শুধু মুখে বোলোনা, মন থেকে বোলো । তারপর একমাস বাদে এই ফটোতে দেখবো কি করছো ! যার কাছ থেকেই লুকাও না কেন বাবার থেকে তো লুকাতে পারবেনা । আচ্ছা !

যারা সদা দৃঢ় সঙ্কল্প দ্বারা তাদের ভাবনা এবং তাদের কাজ সমান রাখে, সদা দিব্য নেত্র দ্বারা আত্মিক রূপকে দেখে, যার দিকেই তারা দেখুক, শুধু আত্মাই নজরে আসে, এমন অর্থস্বরূপ পুরুষার্থী আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ -স্নেহ এবং নমস্কার ।

অব্যক্ত মহাবাক্য-

"বাবা সমান নিরাকার, নিরহঙ্কার এবং নির্বিকার হও"

ব্রহ্মাবাবার লাস্ট এই তিন শব্দ স্মরণে রাখো - নিরাকার নিরহঙ্কার এবং নিরাকার । সঙ্কল্পে সদা নিরাকার, সবের থেকে পৃথক এবং বাবার প্রিয়, বাণীতে সদা নিরহঙ্কার অর্থাৎ সদা রুহানী মাধুর্য, নির্মাণসম্পন্ন এবং কর্মে সমস্ত কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা নির্বিকার অর্থাৎ এমন হও যার পিওরিটির পার্সোনালিটি থাকবে । অভ্যাস করো - আমি নিরাকার আত্মা সাকার আধার দ্বারা বলছি । এমনকি সাকাররূপেও নিরাকার স্থিতিতে থাকতে হবে, একেই বলা হয়, সাকার রূপে নিরাকার হয়ে বলা এবং করা । মূল স্বরূপ নিরাকার, সাকার হলো আধার । এই ডবল স্মৃতি হলো নিরাকার এবং সাকারের শক্তিশালী স্থিতি । নিজের নিরাকার বাস্তবিক স্বরূপকে স্মৃতিতে যদি রাখো তবে সেই স্বরূপের মূল গুণ শক্তি স্বতঃই ইমার্জ হবে । সঙ্গমযুগে নিরাকার বাবা সমান কর্মাতীত, নিরাকার স্থিতির অনুভব করতে পারলে, ভবিষ্যতের২১ জন্ম ব্রহ্মাবাবা সমান সর্বগুণসম্পন্ন, সম্পুর্ন নির্বিকার শ্রেষ্ঠজীবনসম অনুভব করতে থাকবে ।

যে বালক সেই মালিক - এই স্মৃতি সদা নিরহঙ্কার, নিরাকার স্থিতির অনুভব করাতে থাকে । বালক হওয়া অর্থাৎ হদের জীবনের পরিবর্তন হওয়া । যখন ব্রাহ্মণ হয়েছিলে, তখন ব্রাহ্মণ-ভাব জীবনের প্রথম এবং সহজতম পাঠ পড়েছ- বাচ্চারা বলেছে, "বাবা" আর বাবা বলেছেন, "বাচ্চা অর্থাৎ বালক" । এই এক শব্দের পাঠ নলেজফুল বানায় ।

সেবায় নিমিত্ত ভাবই সেবার সফলতার আধার । নিরাকার নির্বিকার নিরহঙ্কার- এই তিন বিশেষত্ব নিমিত্ত ভাব থেকে স্বতঃই আসে । নিমিত্ত ভাব না থাকলে 'আমি' এবং 'আমার' এইরূপ অনেকরকম আমিত্ব সেবাতে শিথিলতা এনে দেয়, এইজন্য না 'আমি' না 'আমার' । একটাই ভাব স্মরণে রেখো, 'আমি নিমিত্ত' । একমাত্র নিমিত্ত হওয়া দ্বারা তুমি নিরাকার, নিরহঙ্কার, নম্রচিত্ত এবং নিঃসঙ্কল্প অবস্থায় থাকতে পারো । নিমিত্ত হওয়ায় যেমন নিরাকার, নিরহঙ্কার, নিঃসঙ্কল্প স্থিতি হয় তেমনই তোমরা যখন অনবরত "আমি" "আমি" বলো, তখন দাম্ভিকতা, নিস্তেজতা, বিমর্ষতা এসে যায় । তারপর সেটার অন্তিম রেজাল্ট হয় যে চলতে চলতে তুমি বেঁচে থেকেও মরে যাও, এইজন্য এই মুখ্য শিক্ষাকে

সদাসর্বদা সাথে রাখো, আমি নিমিত্ত । নিমিত্ত হলে কোনরকম অহঙ্কারের উৎপত্তি হতে পারেনা । এমনকি তোমরা মতভেদের চক্রেও আসবে না ।

নিরাকার অবস্থায় যত থাকবে ততই নির্ভয় হবে কারণ ভয় দেহভাব থেকে আসে । নির্ভয় হওয়ার গুণ ধারণ করার জন্য নিরাকার হও । যত নিরাকার এবং নির্লিপ্ত স্থিতিতে থাকবে, যোগে ততো বিন্দুরূপ স্থিতির অনুভব করবে এবং চলতে ফিরতে অব্যক্ত স্থিতিতে থাকবে । যেমন তোমাদের ডিরেকশন অনুসারে স্থূল শরীরের হাত-পা নড়ে, তেমনই এক সেকেন্ডে সাকার থেকে নিরাকার অর্থাৎ নিজের মূল স্বরূপে স্থিত হওয়ার অভ্যাস করো তো অহংকার আসবে না । অহংকার অলঙ্কারহীন করে দেয় । যারা নিরহঙ্কার এবং নিরাকার স্থিতিতে থেকে সর্বালঙ্কার ধারণের স্থিতি অবলম্বন করে, তারা সকল আত্মাদের জন্য কল্যাণকারী হতে পারে এবং যারা সবার কল্যাণকারী হতে পারে তারাই বিশ্বের রাজ্য অধিকারী হয় ।

সাক্ষাৎকারমূর্ত তখনই হবে যখন আকারে থেকে নিরাকার অবস্থায় থাকবে । যেমন অনেক জন্ম দেহস্বরূপের স্মৃতি ন্যাচারাল থেকেছে, ঠিক তেমনই তোমাদের বহুকালের মূল স্বরূপের স্মৃতির অনুভবও প্রয়োজন । যখন প্রথম পাঠ কমপ্লিট হয়, তোমরা আত্ম-অভিমানী স্থিতিতে থাকো, তখন তোমরা সকল আত্মাদের সাক্ষাৎকার করানোর নিমিত্ত হবে । একটা লক্ষ্য হলো, নিরাকার সোল কন্সিয়াস (আত্ম-অভিমানী) হওয়া এবং দ্বিতীয় লক্ষ্য হলো, নির্বিকার স্টেজ যাতে তোমাদের মন্সারও নির্বিকার ভাবের স্টেজ বানাতে হবে । যেমন সারাদিন যোগী এবং পবিত্র হওয়ার পুরুষার্থ করো তেমন নির্বিকার এবং নিরাকার ভাবের লক্ষ্যও যদি সামনে থাকে তবে তোমাদের ফরিস্তা বা কর্মাতীত স্টেজ হয়ে যাবে এবং তারপর কোনো ইমপিওরিটি অর্থাৎ পাঁচ তত্ত্বের কোনো আকর্ষণ তোমাদের আকৃষ্ট করবে না । অবিলম্বে নিজেকে অর্ডার করো, তোমার সম্পূর্ণ নিরাকার, নিরহঙ্কার এবং নির্বিকার স্টেজে স্থিত হতে । 'আমার' 'তোমার' 'মান-সম্মান' এসবের যেন অংশমাত্রও না থাকে । যদি সামান্যতম অংশও থাকে, তাদের বংশের সব এসে যাবে । এইজন্য সঙ্কল্পেও যেন বিকারের কোনো অংশ না থাকে, একমাত্র তখনই এই তিন স্টেজ আসবে । তারপর সেই প্রভাবে উত্তরাধিকারী এবং প্রজা অবিলম্বে বেরিয়ে আসবে । কুইক সার্ভিস দেখা যাবে ।

এখন তোমাদের নিজেদের নিরাকার ঘরে যেতে হবে । সুতরাং যেমন দেশ তেমন বেশ তোমাকে বানাতে হবে । এইজন্য এখন তোমাদের বিশেষ পুরুষার্থ এটাই হওয়া উচিৎ যে ঘরে ফিরে যেতে হবে এবং সবাইকে নিয়ে যেতে হবে । এই স্মৃতি থেকে তোমরা সহজেই সর্ব সম্বন্ধ, সর্ব প্রকৃতির আকর্ষণের ঊর্ধ্বে যেতে পারবে অর্থাৎ নির্লিপ্ত সাক্ষী হয়ে যাবে । নির্লিপ্ত সাক্ষী হলে স্বতঃই বাবার সাথী এবং বাবা সমান হয়ে যাবে । মাঝে মাঝে সময় বার করে এই দেহভাব থেকে পৃথক অথচ প্রিয় হওয়া আত্মা স্বরূপে স্থিত থাকার অভ্যাস করো । যে কাজই করো, কাজ করাকালীনও এই অভ্যাস করো যে, আমি নিরাকার আত্মা, এই সাকার কর্মেন্দ্রিয়ের আধার দ্বারা কর্ম করাচ্ছি । নিরাকার স্থিতি হলো করাবনহার স্থিতি, সকল কর্মেন্দ্রিয় করনহার, আত্মা করাবনহার । সুতরাং, নিরাকার আত্ম-স্থিতি দ্বারা নিরাকার বাবা স্বতঃই স্মরণে আসবেন । সারাদিনে যতবার তোমরা 'আমি' শব্দ বলো তো স্মরণ করো, "আমি নিরাকার আত্মা সাকার শরীরে প্রবেশ করেছি । যখন তোমাদের নিরাকার স্থিতি তোমরা স্মরণ করবে, তখন নিজে থেকেই তোমরা নিরহঙ্কার হয়ে যাবে এবং তোমাদের দেহভাব নিঃশেষ হয়ে যাবে । আত্মা স্মরণে এলে নিরাকার স্থিতি মজবুত হয়ে যাবে । "নিরাকার, নিরহঙ্কার এবং নির্বিকার

ভব" বরদান, বরদাতা দ্বারা আগেই তোমাদের প্রাপ্ত হয়েছে । এখন এই বরদান অভ্যাসে রাখো । অর্থাৎ নিজেকে জ্ঞানের প্রতিমূর্তি, স্মরণের প্রতিমূর্তি এবং সাক্ষাৎকারের প্রতিমূর্তি বানাও । তোমাদের সামনে যে-ই আসুক, সে যেন মস্তকের ভিতরে মস্তকমণি দেখতে পায়, তোমাদের নয়নে যেন জ্বালা অর্থাৎ তীব্র শক্তি দেখে এবং মুখ থেকে বরদানের বোল বার হচ্ছে, শোনে । একমাত্র তখনই প্রত্যক্ষতা হবে ।

বরদানঃ- তোমার বাণী এবং মন্সা উভয়ের দ্বারা একসাথে সেবা করে সহজ সফলতামূর্ত ভব

বচনের সাথে সাথে সঙ্কল্প শক্তি দ্বারা সেবা করাই হলো পাওয়ারফুল অন্তিম সেবা । যখন মন্সা সেবা আর তোমার বাণীর সেবা দুইই কম্বাইন্ডরূপে হবে তখনই সহজ সফলতা হবে যা থেকে দ্বিগুণ রেজাল্ট বেরোবে । বাণী দ্বারা যারা সেবা করে তারা স্বল্পসংখ্যক কিন্তু বাকি যারা দেখাশোনা করে অন্য কার্যে থাকে তাদের মন্সা সেবা করা উচিৎ । এর থেকে বায়ুমন্ডল যোগযুক্ত হয় । সবাই যেন উপলব্ধি করে "আমাকে সেবা করতে হবে" আর তখন বাতাবরণও পাওয়ারফুল হবে, সেবাও ডবল হয়ে যাবে ।

স্লোগানঃ- সদা একরস স্থিতির আসনে বিরাজমান থাকো তো অচল -অনড় থাকবে ।